অল্প চেনা সৈকতে

নির্জন নিঝুম বালুকাবেলা। নিস্তরঙ্গ সাগরতীর। জোয়ার ভাটার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে তার পর্যটকের কাছে আসা আর ফিরে যাওয়া। চিহ্ন থেকে যায় তার বালির ভাঁজে, লাল কাঁকড়ার চলার ছন্দে। সাগরপাড়ে দাঁড়িয়ে অপরূপ সূর্যাস্তের সাক্ষী হয়ে বাগুরানের বর্ণনায় শান্তনু চক্রবর্তী

কোথায় যাই, সপ্তাহান্তে কোথায়, কোনও বুকিং নেই। ভরা কোটালের বাজারে দিঘা ফুল। সপ্তাহ শেষে তাই সকলের ফুল্টু মস্তি। আর অগতির গতি দিঘা। যাই থাক কপালে– মনে করে লং ড্রাইভে বেরিয়ে পড়লাম। ফেলু মিত্তিরের স্টাইলে ছানবিন শুরু করে পেয়েও গেলাম। দিঘা? সেই পরিচিত রুট। চিরপরিচিত রুটের ধাবায় ভিড়ের বহর দেখে বুঝে নিলাম, দিঘা জ্যামজমাট। দেখতে দেখতে নন্দকুমার পেরিয়ে কাঁথি চলে এলাম।

কাঁথি থেকে খানিক এগিয়ে চললাম। শহর ছাড়িয়ে ধরলাম জুনপুটগামী রাস্তা। বর্ষায় রাস্তার হাল খানিক বেহাল। হেলে দুলেই চললাম। খানিক এগিয়ে চলে এলাম, আলদারপোট মোড়। এখান থেকে ডানদিকে রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলেই দু'পাশে গ্রাম জীবনের সহজ সরল জীবনযাত্রার চালচিত্র। আমার বন্ধুর মনে এক সন্দেহ দানা বেঁধেছে। যাচ্ছি কোথায়? সমুদ্র কোথায়? আছে তো? এ পথ যেন শেষই হতে চাইছে না। কাঁথি থেকে ১৩ কিলোমিটার গেলেই নাকি নতুন এক সাগর সৈকত। ঘোলাটে আকাশের নীচে ভেজা গ্রাম। ভেজা খড়ের চাল। ভেজা ধানখেত। মাঝে সরু পাকা সড়ক এসে শেষ হয়েছে। গ্রামের নামটা বেশ সুন্দর। বাগুরান। পথের ধারে সুন্দর এক হোম স্টে। কিন্তু, সাগর সৈকত? ঢুকে পড়লাম হোম স্টে-তে। ঝাউয়ের সারিবাঁধা এক ছিমছাম পরিবেশ। বেশ কিছু রুম আর সুন্দর কিছু টেন্ট নিয়েই বাগুরান বিচ ভিলেজ হোম স্টে গেস্টহাউস। ঘরও পেয়ে গেলাম। লাগেজ রেখে লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

নিপাট গ্রামের মোরামের শেষ। হলদে-লালের কম্বিনেশনে টাইলসের প্রলেপ। দু'পাশে বালির শুরু। এবার ঝাউ বনের শুরু। ও পারে নিঝুম বালুকাবেলা বাগুরান-জালপাই সমুদ্র সৈকত। আকাশে মেঘের ফসিল। নির্জন সৈকত। দুপুরের জোয়ারে জল অনেকটাই এগিয়ে এসেছিল। এখন কালচে-হলদেটে বালির বিচ দখল নিয়েছে লাল কাঁকড়ার দল। পায়ের শব্দে তারা গর্তে মুখ লুকোতে ব্যস্ত। বালুতটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে হাজারো ঝিনুক। জোয়ার ভাটার উপর নির্ভর করে সমুদ্র আগুপিছু করে।

ফিরে এলাম হোম স্টেতে। ভাত, ডাল, আলুভাজা আর ইলিশের বাহার দেখে খিদেটা আরও বেড়ে গেল। রীতিমতো ভূরিভোজ। রসিয়ে খেয়েদেয়ে হোটেলের ঝাউ গাছের মাঝে বাঁধা হ্যামকে শরীরটা চালান করে দিলাম। মিষ্টি হাওয়ায় চোখ বুজে এল। আমার বন্ধুরা বিকেলের দিকে এসে ঝাঁকায়– 'এই হল বাঙালির ভাত ঘুম, উঠে পড়ো না হলে সূর্যাস্ত মিস হয়ে যাবে।'

ধড়মড় করে হ্যামক থেকে নেমেই, ক্যামেরা কাঁধে ছুটলাম সাগরপাড়ের দিকে। সে এক অপরূপ দৃশ্য। সারি সারি বাঁধা নৌকা আর জেলেদের ব্যস্ততায় নির্জনতা ভেদ করে সাগরবেলা ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। বাগুরানের এই জালপাইতে তিন নদীর মিলনক্ষেত্রে। পিছাবনি, কন্টাই আর ভান্ডারা নদী। বঙ্গোপসাগরের বুকে মুখ লুকিয়ে রেখেছে এই তিন নদী। দূরে সাগরের মাঝে বিশাল গোল থালার মতো সূর্যাস্ত মন ভরিয়ে দিল। দিনের আলো থাকতে থাকতে ফিরতে হবে। জেলেদের নৌকা সার বেঁধে গ্রামে ফিরে আসছে। আকাশে অদ্ভুত আলোর আভাস। মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলোর রোশনাই। ধীরে ধীরে আকাশের ক্যানভাসে নীলচে রংয়ের পোঁচ। নীলচে চাঁদমাখা রাতে শুধুই শনশনে বাতাসের আসা যাওয়া।

পরদিন ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়লাম। কাছেই দরিয়াপুর। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিবিজড়িত। দরিয়াপুরের ব্রিটিশ আমলের সাদাকালো লাইটহাউস আর সাগরপাড় দেখে নিলাম। বাগুরান থেকে বাঁকিপুট, জুনপুট, কপালকুণ্ডলার মন্দির, রসুলপুর খাল পেরিয়ে হিজলির মাসনাদীবাবার দরগায় চলে আসতে পারেন। হিন্দু-মুসলিমদের এই বিখ্যাত পবিত্র দরগা, সম্প্রীতির এক বড় নিদর্শন।

লাঞ্চ সেরে কাঁথি চললাম, তাজপুরে। বালিসাই মোড়ে বাঁদিকে ঢুকে পড়লাম। বেশ উঁচু রাস্তা। পথের দু'পাশে বিশাল বিশাল ভেড়ি। সেই ভেড়ির চারপাশে ম্যানগ্রোভ দেখতে পেলাম। মাঝে মাঝে সাগরের জল এখানে ঢুকে পড়ে। খানিক এগিয়ে মোড় থেকে বাঁয়ে মুড়ে হঠাৎ দেখা মিলল ঝাউবনের। কিছুটা এগোতেই রাস্তার বাঁদিকে তাকাতেই সারি সারি হোটেল। ঘন ঝাউবন আর মাঝে মাঝে কেয়া গাছের বাহার। অদ্ভুত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে। হোটেলে লাগেজ রেখেই বেরিয়ে পড়লাম।

বালি আর ঝাউবনের ওপারে হলদেটে বালির বিচ আর তারপর সমুদ্র। সাগরবেলায় শুধু সফেন ঢেউয়ের আনাগোনা। আর এখন সিজিনে পর্যটকদের ভিড় ঠাসা। অন্যসময় তাজপুর সৈকত লাল কাঁকড়াদের দখলে থাকে। আগন্তুক, পর্যটকদের দেখে মেতে ওঠে লুকোচুরি খেলায়, এঁকেবেঁকে যে যার গর্তে ঢুকে পড়ে। তাদের চলাফেরাতেও শৈল্পিক ছাপ। কিন্তু কোথায় তারা? ভোজবাজির মতো উধাও? কারণ, একটাই তাজপুর ফুল। নিস্তব্ধ বিচ পর্যটকদের ভিড়ে জমজমাট। তাজপুর থেকে এবার আবার ফিরে চলা, বাগুরানে।

জেনে নিন–

হাওড়া থেকে ট্রেনে কাঁথি। বাসে এলে কাঁথি সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডে নেমে অটোতে ১৩ কিলোমিটার বাগুরান-জালপাই বিচ। অটো ভাড়া স্টেশন থেকে ৩০০ টাকা। বাসস্ট্যান্ড থেকে ২০০ টাকা। অটোতে বাগুরানের আশপাশ ঘুরে দেখতে ৭০০-৮০০ টাকা। এখানে থাকার জন্য রয়েছে, বাগুরান বিচ ভিলেজ হোম স্টে গেস্ট হাউস (০৯৪৩৪০-১২২০০)।

ছবি ঃ সন্দীপ কুমার স্বর্ণকার

plan করুন

তাওয়াং উৎসব

অরুণাচল প্রদেশ। ভারতে প্রথম উদিত সূর্যের আলো এসে পড়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো। বৌদ্ধমঠ, পাহাড়, গুম্ফা, নদী, ঝরনায় সাজানো এই রাজ্যের আকর্ষণ পর্যটকদের কাছে অলঙ্ঘনীয়। সারা বছরই এখানে ভ্রমণার্থীদের আসা যাওয়া থাকে। শীতের শুরুতে যখন ফসল ঘরে উঠে যায়, অলস সময়ের বিনোদন হিসাবে তখন নানা রকমের উৎসব শুরু হয় পাহাড়ি অঞ্চলে। সেই রকমই মনপা উপজাতিদের এক উৎসব তাওয়াং উৎসব। অরুণাচল প্রদেশ রাজ্য পর্যটন দপ্তর, তাওয়াংয়ের বা বলা যেতে পারে পুরো অরুণাচল রাজ্যের শিক্ষা, কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির এক যোগ্য প্রদর্শস্থল হিসাবে সারা ভারতের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য উদ্যোগী হন ২০১২ সালে। শুরু হয় তাওয়াং উৎসবের। তিনদিনের এই দারুণ রঙিন উৎসবটিতে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন শুধু সারা ভারতের নয়, সমস্ত বিশ্বের বিদগ্ধ মানুষজন। মূলত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের এই উৎসবটিতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বিভিন্ন নিয়মরীতি পালন করতে দেখা যায়। তা ছাড়া, মাতৃজাতির প্রভাব নাচের মাধ্যমে ব্যক্ত করা, লোকনৃত্য, আদিবাসী নৃত্য, সংগীতানুষ্ঠান, ঝুঁকিপূর্ণ খেলা, পুরোনো দিনের সাবেকি খেলাধূলা, সিনেমা শো, ফুলের মেলা, খাবারের মেলা– সব মিলিয়ে দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ এই তাওয়াং উৎসব।

বাড়তি পাওনা হবে সে লা(পাস), বুম লা (পাস), মাধুরী লেক, গোরিচেন পিক, নিউনারাং ফল্‌স-ইত্যাদি আরও চেনা-অচেনা আরও হাজার সুন্দর জায়গাগুলি দেখে নেওয়া। সে লা তে সুন্দর করে সাজানো গেটটাই তাওয়াং উৎসবের এক মুখ্য আকর্ষণ। এই বছর তাওয়াং উৎসবের সময় হল ২৬-২৯ অক্টোবর।